মরুর প্রান্তরে (পর্ব ১)

এমনিতেই ইন্ডিয়ান ট্রেনের টিকেট কাটা একটা বড় হ্যাপা, দেড় দুই মাস আগে থেকে না কাটলে টিকেটই পাওয়া যায় না। তার উপর প্ল্যান ঠিকঠাক না হওয়ার আর ফেয়ারলি থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে কাটার চিন্তায় ১৫ দিন আগে এসে খেয়াল হলো আমাদের টার্ম ব্রেক বেশিদিন নেই। এর মধ্যে একদিন যদি কোলকাতায় নষ্ট হয় তাহলে খুবই সমস্যা। তাই কোনো উপায় না দেখে TOB helpline এ পোস্ট দিয়ে এক ভাইকে পেলাম যিনি আমাদের টিকেট কেটে দিতে পারবেন। এজেন্সি ধরার ইচ্ছা ছিল না কারন তারা প্রতি টিকেটেই প্রায় ২০০-৩০০ টাকা বেশি রাখে, উপরি আছে বেশি কনভার্সন রেট। আমাদের টিকেট ছিল অনেক গুলা। একারনে ওখানেই অনেক টাকা চলে যেতে পারতো।

যাই হোক, হোটেলের কথা আর স্টেশনে রাত কাটানোর কথা আগেই বলেছি। কপাল খারাপ হলে যা হয় আর কি। কোলকাতা দিল্লির ট্রেনটা ছিল সবচেয়ে বাজে ট্রেনটা। আভা তুফান। ৩৫/৩৬ ঘন্টা লাগিয়ে, ৯৬ টা স্টেশনে দাঁড়িয়ে সে পৌঁছবে দিল্লি! হাওড়া স্টেশনে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে উঠে ওখানেই স্নান করে, নাস্তা করে ৯.৫০ এ ট্রেনে উঠে গেলাম প্রস্তুতি নিয়ে। পরদিন রাত ৯ টার দিকে দিল্লি পৌঁছে পাহাড়্গাঞ্জে একটা হোটেল নিয়ে নিলাম এবারও make my trip এ ঝামেলা হওয়ায়। রাতে স্টেশনের পাশে থেকে ৯০ টাকায় থালি খেয়ে এসে হোটেলে দিল্লি ঘোরা নিয়ে কথা বলতে বলতেই ভালো একটা প্যাকেজ পেয়ে গেলাম। দিল্লিতে সব স্পট ঘুরিয়ে আমরা সন্ধ্যায় আগ্রায় চলে যাবো।

আগে থেকে জানতাম হো হো বাস সার্ভিসে করে আমরা ঘুরবো দিল্লি। ৬০০ রুপি মতো লাগবে। হোটেল থেকে আমাদেরকে ২৫০ রুপির মধ্যেই আলাদা একটা সার্ভিস ঠিক করে দিলো। আমরাও আর দামাদামি না করে ওটাই নিবো বলে জানিয়ে রাতে ঘুমিয়ে গেলাম।

সকালে উঠে বাইরে থেকে নাস্তা করে এসে ওদের এসি বাসে উঠে গেলাম। ২৫০ টাকায় এত আপ্যায়ন দেখে সন্দেহ যে হয়নি তা না, তবে কপালের উপর ছেড়ে দিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। যাই হোক, এদের সিস্টেমটা একটু জানিয়ে রাখি। এরা সব জায়গায় নিয়ে যাবে। ঘুরে আবার বাসে উঠে পড়বেন। ছবি তোলার দরকার হলে প্রতি ছবি ৩০ টাকায় এদের দিয়েই তুলে নিতে পারবেন। বিকালে ওরা ছবি ডেলিভারি দিয়ে দিবে। এখানেই ওদের আসল লাভ। আমাদের বাসেই এক কাপল ছিল, তারা যে কত হাজার ছবি তুলেছে তারাই জানে। এর মধ্যে শুধু আমি আর সাকিবই কোনো ছবি ওদের থেকে না তোলায় ওরা খুব বেজার হলো। আমরা স্পটে গিয়ে ওখানকার স্থানীয় ক্যামেরা

ম্যান দিয়ে ৫ টাকায় ছবি তুলে ফোনে নিয়ে নিয়েছিলাম। এর মধ্যে সব জায়গার এন্ট্রি টিকেট আমি আর সাকিব বুদ্ধি করে ইন্ডিয়ান হিসেবে কেটে ঢুকে পড়লাম। বিড়লা মন্দির, রাষ্ট্রপতি ভবন, সাউথ ব্লক, ইন্ডিয়া গেট, কুতুব মিনার, লোটাস টেম্পল ঘুরতে ঘুরতেই দেখি ৫ টা বেজে গেলো!

আমাদের আবার ট্রেন ছিল সন্ধ্যা ৬.৪০ এ। তো বাস থেকে নেমে বৃষ্টির মধ্যে আমরা রওনা হলাম নয়া দিল্লী স্টেশনে। ট্রেন টিকেট আগেই কাটা ছিল। ট্রেন ছিল সুপার ফাস্ট। ৯ টার দিকে আমরা আগ্রা পৌঁছে গেলাম। ওখানে গিয়ে এক রিকশায় করে আমাদের আগে থেকে make my trip এ বুক করা হোটেলে চলে গেলাম। রিকশাওয়ালা অনেক কম দাম রেখেছিল এই ভেবে যে সে হোটেল থেকে হয়তো কিছু কমিশন পাবে। এই হোটেলের অবস্থা অত ভালো ছিল না। যেহেতু মাত্র ১ টা রাতই কাটাবো তাই মাথা গোঁজার ঠাই হলেই চলতো আমাদের। হোটেলে উঠে খেতে গেলাম। কি আশ্চর্য! রাত ১০ টাতেই সব হোটেল বন্ধ! বাবুর্চিকে ঘুম থেকে তুলে রান্না করিয়ে খেয়ে রাতে ফিরতে ফিরতে ১১.৩০ টা! সারাদিন টায়ার্ড থাকায় রাতে খেয়ে এসেই ঘুমিয়ে গেলাম।

(চলবে)

মরুর প্রান্তরে (পর্ব ২)

আগ্রায় আমাদের একদিনই থাকার প্ল্যান ছিল। তো ঘুম থেকে উঠলাম ভোর ৫.১৫ তে। ৫.৩০ টায় তাজমহল দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। হোটেলের সামনে এসে লোকাল সি এন জি ধরে ২০ রুপি দিলে এক জায়গায় নামিয়ে দিলো। সেখান থেকে ১.৫ কিলো হেটে চলে গেলাম তাজমহলের টিকেট কাউন্টারে। সকাল বেলা উঠে শান্ত রাস্তা ধরে হাটতে খুবই ভালো লাগছিল। তখন বাজে ভোর ৫.৫০। তখনই দেখলাম লাইন পড়ে গেছে। তো সাকিব হিন্দি ভালো বলতে পারায়, ওকে লাইনে দাড় করিয়ে আমি ইন্ডিয়ান হিসেবে ঢোকার উপায় খুঁজতে লাগলাম।

তাজমহলে বিদেশীদের ঢোকার টিকেট ১১৫০ রুপি। সার্কভুক্ত দেশের জন্য ৫৫০ রুপি। আর ইন্ডিয়ানদের জন্য ৫০ রুপি। তো আমাদের বিদেশী হিসেবে ঢোকার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। সাকিব প্রথমবার গেলে ওর কাছে আইডি কার্ড দেখতে চাইলে ও ফিরে আসে। আমি তো চিন্তায় পড়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত সার্কভুক্ত হিসেবে ৫৫০ রুপি দিয়ে ঢোকা লাগে কিনা! জ্যোতি ভাইয়ের কথা শুনে আমি আরও পাসপোর্টই আনিনি যেন ধরা না খাই। তো সামনেই ছিল কোলকাতার একজন দাদা। যে কয়টা টিকেটই হোক না কেন একজনের আইডি কার্ড এর ফটোকপি দিয়ে কাটা

যাবে। তো তাকে বলতেই সে আমাদের দুইজনের জন্য দুইটা টিকেট কেটে দিলো। আর আমরা সাবধানে বুঝতে না দিয়ে তাজমহলে ঢুকে পড়লাম।

ওমা! তাজমহল কই। হাটতেই আছি, হাটতেই আছি। অন্তত দূর থেকে তো কিছু দেখা যাওয়ার কথা! কিছুই নেই। পরে সামনে দেখি বিশাল বড় একটা গেট। ওটার বাইরে থেকেও কিছু দেখা যায় না। তো ওটার ভিতরে ঢুকেই ছবিতে যেমন দেখেছি সেই তাজমহলের দেখা পেলাম! আগে থেকে কিছু পড়ালেখা করে যাওয়ায় প্রথম লেকের সামনে আর দাড়ালাম না ছবি তোলার আশায়, যেখানে অনেকেই ছবি তোলার জন্য বসে থাকে। এখানে ছবি ভালো পাওয়া যায় না। বরং, প্রথম লেক পার হলেই তাজমহলের ভালো ছবি পাওয়া যায়। তো কিছু ছবি তুলে আমরা ওখানকার প্রফেশনাল (!!!) একজন ফটোগ্রাফারকে ডাকলাম ছবি তোলার জন্য। সে অনেক কায়দা কসরত দেখানোর পর যখন ছবি হাতে পেলাম (১০ টাকা পার পিস), তখন দেখলাম তার ছবি নিয়ে নূন্যতম আইডিয়াই নেই!

মন খারাপ করে আমি আর সাকিব চারপাশ ঘোরাঘুরি করে ছবি তুলে ক্লান্ত হয়ে বের হয়ে আসলাম ৮.৩০ টার দিকে। ভাবলাম কিছু নাস্তা করে নি। কিন্তু বের হয়ে এমন কিছু পেলাম না। বরং সব দোকান থেকে আমাদেরকে ডাক দিতে লাগলো মিষ্টি খাওয়ার জন্য, তাও আবার বিনামূল্যে। আমি তো আগেই বুঝলাম যে, বিক্রি করার জন্যই এমন করছে। এর মধ্যে একজন হাত ধরে জোর করে নিয়ে গেলো আমাকে। বলেই নিলাম আমি কিন্তু কিনবো না। তাও সে জোর করে খাওয়াবেই। খেলাম। অনেকটা মোরব্বার মতো টেস্ট, প্রচন্ড মিষ্টি! যাইহোক, আরও দুইটা দোকানে ঢুকে এভাবেই সকালের মতো খাওয়া হয়ে গেলো আমার।

এবার ওখান থেকেই ২০ রুপি দিয়ে ইজি বাইকে চলে গেলাম আগ্রা ফোর্টে। জ্যোতি ভাইয়ের ভাষ্যমতে এটা তাজমহলের চেয়েও সুন্দর এবং আসলেই তাই। তো ওখানেও ৪০ রুপি দিয়ে ইন্ডিয়ান হিসেবে ঢুকে পড়লাম। ঢুকতেই অনেক গাইডের সাথে দামদামি করতে লাগলাম। কিন্তু ৩০০-৪০০ রুপি চাওয়ায় নেওয়ার ইচ্ছাই হারিয়ে ফেললাম। কিন্তু আমাদের পিছে পিছে একজন এসে দুইটা তালি দিলে দেখলাম চারদিক থেকে রিফ্লেকশান শুরু হলো ঢোকার মুখেই। আমরা তো পুরো হা!! এ কিভাবে হলো! পরে দামাদামি করে ১৫০ রুপিতে রফা করে তাকে নিয়েই ঢুকে পড়লাম। শুরু হলো আমার হিন্দি শেখার পরীক্ষা!

ভিতরে প্রতি জিনিসের পিছনের এত এত কাহিনী শুনে আমরা নিজেরাই অবাক হয়ে গেলাম। মুঘলদের রাজকীয় হাল-চাল, তাজমহল বানানোর কাহিনী, শাহজাহানকে বন্দী করে রাখা, তাদের দাবা খেলা, দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-

ই-আম (রাজ্যসভা, লোকসভা) দেখে বেরিয়ে আসার সময় মনে হলো গাইড না নিলে এখানে ঘুরতে আসাই উচিৎ না! মুঘলদের সম্পর্কে জানার পর বিস্ময়ে আমাদের দুই চোয়ালই ঝুলে পড়েছিল।

ততক্ষনে সূর্য মধ্য গগনে। পেট চো চো করছে! সাকিবের কথা মতো ঘোড়ার গাড়িতে করে একজায়গায় এসে এক দোকানে 'দস কা চার' (লুচি আলুর দম, ভালো না একদম) আর চা খেলাম। এরপর আরও ১ কিলো হেটে হোটেলে ফিরে এসে স্নান করে বেরিয়ে পড়লাম ১ টার দিকে! হোটেল একদিনের জন্য নেওয়া থাকায় আমাদের আগে আগেই বের হতে হলো। এর পর আগ্রা ফোর্ট স্টেশনে এসে স্টেশনের বাইরে খাওয়া দাওয়া করে ভিতরে ঢুকে আবারও হাওড়া স্টেশনে কেনা পলিথিনের উপর বসে পড়লাম! ট্রেন ছিল ৪.৪০ এর দিকে। ট্রেন আসলে শুরু হলো আমাদের রাজস্থানের (জয়পুর) উদ্দেশ্যে যাত্রা!

(চলবে)

মরুর প্রান্তরে (পর্ব ৩)

আমাদের মূল গন্তব্য রাজস্থানের জন্য অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিলাম দুজনেই। দিল্লী, আগ্রা ঘুরে জয়পুর যখন পৌছলাম তখন প্রায় ৯.৩০ টা বাজে। স্টেশনটা অনেক বেশিই সুন্দর আর গোছালো। এত রাতেও শহর যেন অনেক বেশিই জমজমাট। Make My Trip এ আগে থেকেই ২৯৭ রুপিতে বুক দেওয়া হোটেলটা ছিল স্টেশন থেকে অনেক দূরে। প্রায় ৭/৮ কিলো। Hotel Vacation. স্টেশন থেকে একটা টোটো ঠিক করলাম ৮০ রুপিতে। যাওয়ার পথেই বিশাল বিশাল গেট দেখে আমরা হতভম্ব! পরে জানলাম এগুলো সবই রাজপুতদের তৈরি। পথে পড়লো হাওয়া মহল। সামনে সুন্দর লাইটিং দেখে গাড়ি থামিয়ে ছবি তোলার ইচ্ছেটা তখনকার মতো সংবরন করলাম! পিঙ্ক সিটির মধ্যে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চললো হোটেলের দিকে।

হোটেলে ঢুকে কাউকে পেলাম না কথা বলার মতো। তারপর নেট থেকে নাম্বার নিয়ে কল করতেই একজন ডাক্তার ফোন ধরলেন। তিনিই নাকি মালিক। তিনি লোক পাঠালেন আমাদের জন্য। রুমে গিয়ে তো আমরা তাজ্জব বনে গেলাম। বিশাল বড় রুমের সাথে আলিশান বাথরুম। এক দিনের জন্য রুম বুক করা ছিল আমাদের। যেহেতু দুই দিন থাকবো, তাই তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম আরেকদিন এখানেই থাকার। কিন্তু ম্যানেজারকে এ কথা জানাতেই বললেন এখন আর ঐ কম টাকায় পাওয়া যাবে না। ৫০০ রুপি পর্যন্ত নামলেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আমরা আরও খরচ বাঁচানোর জন্য Make my Trip এ Pay at hotel দিয়ে পরের দিনের জন্য একটা রুম বুক করে রাখলাম।

যাই হোক, রুমে ঢুকে ফ্রেশ হয়েই রাতে খাবারের জন্য বের হলাম। জয়পুরে ভালো করেই নন ভেজ খাবারের দেখা পেলাম। সেখান থেকে রুটি আর মাংস খেয়ে রাতে হোটেলে এসে ঘুমালাম। TOB তে খুব বেশি ইনফরমেশন না পাওয়ায় রাজস্থান নিয়ে একটু টেনশানে ছিলাম।

পরদিন সকালে উঠে ম্যাপ দেখে দুইভাগ করে ফেললাম কোনদিন কোথায় কোথায় ঘুরবো এসব। হোটেল থেকে বেরিয়ে নাস্তা করে নিলাম সিঙাড়া আর চা দিয়ে। আমরা মাত্র ২ জন থাকায় গাড়ি রিজার্ভ করার সাহস দেখালাম না। পাবলিক ট্রান্সপোর্টে করে ২০ রুপি দিয়ে চলে গেলাম হাওয়া মহল। ম্যাপে দেখেছিলাম এদিকে আশেপাশেই সব কিছু রয়েছে। বলে রাখা ভালো, গতদিন রাতে হোটেলে ইসরায়েলের এক কাপলের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছিলাম এখানে সব জায়গায় স্টুডেন্ট আইডি কার্ড দেখালে অনেক কমেই টিকেট পাওয়া যাবে।

হাওয়া মহলের ভিতরে ঢুকে দেখলাম স্টুডেন্টদের জন্য আলাদা চার্ট টানানো রয়েছে (ফরেন+ইন্ডিয়ান)। এরপর ওখান থেকে কম্পোসিট টিকেট (এক সাথে ৮ জায়গার) কেটে নিলাম মাত্র ২০০ রুপি দিয়ে। অথচ সাধারন বিদেশীদের জন্য যার রেট ১২০০ রুপির উপরে! এরপর টিকেট দিয়ে প্রথমে হাওয়া মহলে গাইড নিয়ে ঢুকলাম ১০০ রুপি দিয়ে। সেখানে রানীদের হল + বসার জায়গা, রান্নার জায়গা, অনুষ্ঠানের স্থান, ঘুলঘুলিয়া দেখে বের হতে হতে ১১.৩০ টা বেজে গেলো! বের হয়েই এক দাদার সাথে দেখা হলো, কথা বলতে বলতে জানলাম উনারা এরপর সিটি প্যালেস যাবেন। আমরা আসলে খরচ বাঁচানোর জন্য একসাথে গাইড নেওয়ার কথা বলে নিলাম। উনাদের আরেকটা কাজ থাকায় আমরা কিছুক্ষন ঘোরাঘুরি করে ১২ টার দিকে সিটি প্যালেস পৌছালাম একসাথে ঢোকার জন্য। এইখানে ঢোকার টিকেট কম্পোসিটের আওতায় ছিল না সেহেতু উপায় না দেখে ইন্ডিয়ান হিসেবেই ২০০ রুপি দিয়ে টিকেট কাটতে হলো আমাদের।

এরপর ৭০০ রুপি (সবার জন্য) দিয়ে গাইড নিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। ওখানে রাজার বাসস্থান, জাদুঘর, কিছু আর্ট ফ্যাক্টরি সহ আরও কিছু জিনিস রয়েছে দেখার মতো। সেগুলো দেখে আমরা একটা মার্কেটে ঢুকলাম। আগে থেকে বলে রাখা ভালো এখানে মার্কেটে ঢুকলেই আপনার সাথে থাকা গাইড/অটোওয়ালা কিছু কমিশন (গিফট) পায়। এতে আপনার কোনো লস নেই। আপনি কিনলেও পাবে, না কিনলেও পাবে। ওদের সাথে চুক্তি থাকে ওভাবেই। সাকিব একটা শাড়ি কিনে নিলো। (পরে বোঝা গেলো অনেক বেশিই ঠকানো হয়েছে ওকে)। দাদারা অনেক কিছু কিনতে থাকায় আমরা তাদেরকে বলে চলে আসতে লাগলাম। দাদা কিছুতেই আমাদের থেকে গাইডের টাকা নিলেন না। একটুও না। তখন আর কি, সৌজন্যতার খাতিরে শুধু ধন্যবাদ দিয়েই চলে আসা লাগলো। বলে রাখা ভালো হাওয়া মহল থেকে এগুলো সবই পায়ে হাঁটা দূরত্ব।

এরপর ওখান থেকে ২ মিনিট হেটে চলে গেলাম যন্তর মন্তর। আপনি বিজ্ঞানের ছাত্র হলে তো কথাই নেই। একটু আগ্রহী কেউ হলেই যন্তর মন্তর ভালো লাগতে তার বাধ্য। এখানে রাজা মানসিং (১) এর তৈরি করা সেই সময়ের সূর্য ঘড়ি রয়েছে অনেক গুলো। এবং অবাক করা বিষয় এই যে এটা ১০ মিনিটের অ্যাকুরেসিতে সবসময় সঠিক সময় বলে দিতে পারে। গাইড না নিলে অবশ্যই পস্তাবেন এসব জায়গায়। এখান থেকে অফিশিয়াল গাইড নিলাম ২০০ রুপি দিয়ে। যিনি খুব সুন্দর ভাবে ইংরেজিতেই আমাদেরকে সব কিছু ব্রিফ করে বুঝিয়ে দিলেন এবং সময় মেপেও দেখালেন। মানুষের রাশিও এখান থেকে মেপে ফেলা যায়। আমাদের থেকে জন্ম তারিখ শুনে উনি তা ঠিক ঠিক বলেও দিলেন। এর মধ্যেই আমরা স্ট্রবেরি শেক ৩০ রুপিতে আর কুলফি ২০ রুপিতে কিনে খেয়ে ফেলেছি।

এরমধ্যেই দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে! আমাদের গন্তব্য অ্যালবার্ট হল। খুবই সুন্দর স্থাপনার সাথে প্রচুর কবুতরের দেখা পাবেন এখানে। এটা আদতে একটা জাদুঘর। তবে জাদুঘরে ঢোকার আগেই আমি এই স্থাপনার প্রেমে পড়ে গেলাম। কিছুক্ষন সময় বাইরে কাটিয়ে কম্পোজিট টিকেট দিয়েই এখানে ঢুকে পড়লাম আর সাথে নিয়ে নিলাম অডিও গাইড ১১৮ রুপিতে। এখানে কোনো মানুষ গাইড হিসেবে কাজ করেন না তাই এই ব্যবস্থা। অন্যান্য জায়গায় এই দুই ধরনের ব্যবস্থাই রয়েছে। আর এটার নাম কেন অ্যালবার্ট হল সেসব জানার জন্য গুগল মামা তো রয়েছেই। যাই হোক, অডিও গাইডের সুবিধা অসুবিধা কিছু রয়েছে। সুবিধা হলো আপনার কাছে হেডফোন থাকলেই একসাথে দুইজন এটায় কাজ চালাতে পারবেন। সমস্যা হলো এখানে এত ডিটেইলস বলা রয়েছে যে শুনতে শুনতে অনেক সময় বোর হয়ে যেতে হয়। যাই হোক, এখানে অনেক পুরাকীর্তির কালেকশান, মূর্তি সহ আর্টও রয়েছে। এখানে একই সাথে হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান ৩ ধর্মের ভারতীয় মহাদেশে যে সহাবস্থান সেটা বোঝা যাবে ভালোভাবেই। মুঘল সহ, রাজপুত, এর পর ইংরেজদের আগমন পুরো ইতিহাসই এখানে সংরক্ষিত!

যাইহোক, ক্ষুধায় আমাদের পেট চো চো করছিল। বের হলাম বিকাল ৫ টায়। আশে পাশে ৪৩ রুপিতে খাওয়া দাওয়া করে উবার ডেকে আমাদের নতুন হোটেলে ফিরে এসে ফ্রেশ হয়ে সন্ধ্যার দিকে জয়সালমীরের যাওয়ার জন্য বাসের টিকেট কাটতে বের হলাম। হোটেলে শুনে সিন্ধি ক্যাম্প চলে গেলাম মাত্র ৩০ রুপি দিয়ে (অনেক দূর হোটেল থেকে)। ওখানে গিয়ে দামাদামি করে এসি বাসের টিকেট ৬০০ রুপিতে কেটে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হলাম! রাত তখন ৮.৩০ টা। বাবু বাজার নাকি বন্ধ হয়ে যায় রাত ৮ টা বাজলেই সেহেতু আমরা গেলাম মহারানী মার্কেট। এটা অনেকটা হোলসেল মার্কেট। অনেক দামাদামি করে কিছু জিনিস কিনলাম। মনে করলাম এবার মনে হয় আমরা ঠকিনি। কিন্তু পরদিনই আমাদের সেই ভুল ভেঙে গেলো! যাই হোক, সে কথা পরের পর্বে হবে। আপাতত রাতে আমি ১৫০ রুপিতে প্রচন্ড আকারে খাওয়া দাওয়া করে হোটেলে ফিরে এলাম! (ভেজ, এবং কিভাবে জানি আমি এদিন অমানুষিক খাওয়া দিছিলাম আর এসব দেখে হোটেলের ওয়েটার আরও দুইজন লোক ডেকে এনে দেখাইছিল আর বলছিল “অ্যা লোক বাংলাদেশ ছে আ রাহা হ্”*)

*হিন্দিতে আমি দুর্বল, কোনোমতে কাজ চালানোর মতো পারি। এজন্য ভুল হতে পারে :p

(চলবে)

মরুর প্রান্তরে (পর্ব ৪)

আগেরদিন কোনো ফোর্ট দেখা হয়নি। এজন্য পরদিনের প্ল্যানে সবগুলা ফোর্টই বাকি ছিল। সকালে উঠেই ৯ টার আগেই বেরিয়ে পড়লাম ব্যাগসহ হোটেল থেকে। সকালে ২০ টাকার মধ্যে খাওয়া দাওয়াও হয়ে গেলো। পরে হোটেলের সামনের মোড় থেকেই একজনের কাছ থেকে শুনে লোকাল বাসে উঠে গেলাম আমের ফোর্ট যাওয়ার উদ্দেশ্যে। ৩০ মিনিটের মধ্যে নামিয়ে দিলো। মাত্র ১০ টাকায় চলে এলাম আমের ফোর্ট। সে এক বিশালাকার দূর্গ। বাইরে থেকে চীনের মহাপ্রাচীরের মতো লাগে। গাইড নিয়ে নিলাম ১৫০ টাকায়। উনার হিন্দিতে আবার আঞ্চলিক টান আবার বেশি। আমি বেশিরভাগ কথাই বুঝতে পারলাম না। এর মধ্যে দেখলাম অনেকে হাতিতে চেপে উপরে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা হাতির পিঠে উঠার আগ্রহ পেলাম না। তবে রাস্তা অনেক অপরিষ্কার হাতি ওঠার কারনে। যেখানে সেখানে গোবর পড়ে রয়েছে।

ইতিহাস শুনতে শুনতে ১২ টা বেজে গেলে আমরা আমের ফোর্ট ঘুরে বেরিয়ে এলাম। এসে সবার থেকে শুনে একটা সিএনজি ভাড়া করলাম ৪০০ রুপিতে। জয়গড় ফোর্ট আর নাহারগড় ফোর্ট ঘোরাবে আমাদের। প্রথমে আমাদের জয়গড় নিয়ে গেলো। এখানে এসে ১০০ রুপি দিয়ে টিকেট করা লাগলো। আর গাইড নিলাম ১০০ রুপি দিয়ে। কিন্তু আমরা প্রচন্ড ক্লান্ত ছিলাম। কেন জানি আর ভালো লাগছিল না কিছু। বেশি কিছু আর ঘুরতেও ইচ্ছা করছিল না। মনোযোগও আসছিল না। একে তো কাধে ব্যাগ নিয়ে হাঁটা অনেক কষ্টকর, তার উপর রয়েছে মাথার উপর প্রকট সূর্য। তারপরেও ঘুলঘুলিয়া, রাজা রানীর বাসস্থান দেখে ভিতরে কিছু আর্টের দোকান ঘুরে আমরা বেরিয়ে এলাম। আমাদের ইচ্ছা ছিল সন্ধ্যার দিকে নাহারগড় পৌছানোর। কিন্তু ৫ টার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। সেজন্য আমরা ৩ টার দিকে নাহারগড় পৌছলাম। এখানকার এন্ট্রি টিকেট কম্পোজিটের মধ্যেই ছিল। সেজন্য নতুন করে আর কাটা লাগলো না।

ভিতরে ঢুকে ১০০ রুপি দিয়ে গাইড ঠিক করে সবটা ঘুরে দেখলাম। অনেক উচুতে হওয়ায় উপর থেকে পুরো জয়পুর দেখা যায়। দূর থেকেই পিংক সিটি, হাওয়া মহল, অ্যালবার্ট হল সবটাই দেখা যায়। খুবই সুন্দর কিছু দৃশ্য উপভোগ করে নিচে নামতেই দেখি একজন রাজস্থানী সংগীত ধরেছেন। কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে বের হয়ে এলাম। দুপুর গেলো গেলো কিন্তু আমাদের তখনও খাওয়া হয়নি। এদিকে সিএনজিওয়ালা আমাদেরকে একটা শপে ঢোকাবেই।

পরে তার সাথে ডিল করলাম, শপে ঢুকবোই শুধু। বিনিময়ে আমাদেরকে ফ্রিতে জল মহল নামিয়ে দিতে হবে। পরে সেখানকার বিখ্যাত একটা হোটেলে খাওয়ার পর আমাদেরকে জলমহলে বিকাল ৪.৩০ টায় নামিয়ে সে বিদেয় হলো!

আমাদের হাতে অনেক সময়! কি করবো! রোদ কমার জন্য ৩০ মিনিট যাত্রী ছাউনিতে বসেই কাটিয়ে দিলাম। এদিকে সাকিবের আসছে ঘুম। একটা চা খেয়ে ওকে ধরে নিয়ে গেলাম জল মহাল। এটা আর কিছুই না। একটা লেক মতো। সবাই বিকালে ঘুরতে আসে। ওখানে গিয়ে ট্র্যাডিশনাল ড্রেস পরে একটা ছবি তোলার শখ হলো আমাদের। তুলে ফেললাম। কিন্তু ঝামেলা বাধালো ছবি ডেলিভারি দেওয়াতে। অনেক দেরিতে দিলো। ৬.৩০ টা বাজে। আমাদের বাস ৮ টায়। এর মধ্যে সিন্ধি ক্যাম্প পৌছতে হবে!

এর মধ্যে বাবুবাজার নেমে কিছু মার্কেটিং করে নিলাম। সাকিব একটা বই কিনবে কিনবে করেও কিনলো না। আমি কয়েকটা ব্যাগ কিনে সিন্ধি ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। একদম কাটায় কাটায় ৮.০২ তে পৌঁছে দেখি বাস ছেড়ে দিয়েছে! বাস তো খুবই হাইফাই! এসি তো রয়েছেই সাথে লেগ স্পেস অনেক বেশি। এরপরে আর কি হলো জানি না। এতই টায়ার্ড ছিলাম যে সাথে সাথেই ঘুমিয়ে গেলাম আমরা। গন্তব্য জয়সালমীর!